11) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সম্পর্কে লেখ। (চ)

উঃ- লর্ড ওয়েলেসলি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য 1798 খ্রীঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন, এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কোনো দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করলে (i) ইংরেজরা তার রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিবাদ থেকে রক্ষা করবে, (ii) তবে ওই রাজাকে তার রাজ্যে একদল ইংরেজ সেনা রাখতে হবে, (iii) ওই সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক পরিচালনা ও নেতৃত্বে থাকবে ইংরেজ সেনাপতির হাতে, (iv) সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে নগদ টাকা বা রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে হবে, (v) ওই রাজ্যের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট থাকবে, (vi) কোম্পানির বিনা অনুমতিতে অপর কোনো শক্তির সঙ্গে মিত্রতা বা যুদ্ধ বিগ্রহ করা যাবে না, (vii) রাজ্য থেকে ইংরেজ বাহিনী অংশ ইউরোপীয়দের বিতাড়িত করতে হবে,

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই দাসত্বের মুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, প্রকৃত পক্ষে ওয়েলেসলি এই মিত্রতা নীতি ছিল একটি ফাঁদ, এবং এই ফাঁদে পড়ার অর্থ ছিল কোনো রাজা ও রাজ্যের পক্ষে স্বাধীনতার বিসর্জন দেওয়া, কেবলমাত্র বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলিকে পরিচালনা করা হলো, অর্থের দাবী এতোই স্ফীত হয়ে উঠতো, ফলে কৃষকদের ওপর নতুন কর ভার চাপানো হতো, রাজ্যগুলির কর্মচ্যুত ইউনিকরা দারিদ্র ও নৈতিক অবক্ষয়ের পাচুর্যের মধ্যে রাজারা প্রজাকল্যাণে উদাসীন হয়ে বিলাস ব্যসনে মগ্ন হয়ে পড়ে।

এই যুক্তি ইংরেজদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়েছিল, এর দ্বারা কোম্পানীর শক্তি ও সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং ইংরেজদের পক্ষে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়, ভারতীয় শাসকদের অর্থে ইংরেজরা ভারতে এক বিশাল ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী পোষার সুযোগ পায়, এই নীতি চালু হওয়ার পর থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি একদম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

Scanned with CamScanner